পদ্ধতিমতীতম্। তস্মাৎ ব্রহ্মাদিস্থাবরপর্য্যন্তা অতুষ্টা তুষ্টাশ্চ তস্মিন্ বাঢ়ং রজ্যন্ত এবেতি। তদুক্তং শ্রীশুকেন—গোবিন্দভুজগুপ্তায়াং দ্বারকায়াং কুরূদ্বহ। অবাৎসীন্নারদোঽভীক্ষ্ণং কৃষ্ণোপাসনলালসঃ। কো নু রাজন্নিন্দ্রিয়বান্ মুকুন্দচরণাম্বুজম্॥ ন ভজেৎ সর্ব্বতো মৃত্যুরুপাস্যমমরোত্তমৈরিতি। অথ ভগবদ্ধর্ম্মাচরণরূপেণ কায়িকেন কিঞ্চিন্মানসেন চ লিঙ্গেন কনিষ্ঠং লক্ষয়তি—অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে। ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥ ১৯০॥

নিমি মহারাজের এইপ্রকার প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া শ্রীহরি নামে যোগীন্দ্র তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎস্বপি।
প্রেমমৈত্রীকৃপাপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥

যে জন পরমেশ্বরে প্রেম করেন অর্থাৎ তাঁহাতে ভক্তিযুক্ত হয় এবং ঈশ্বরাধীন ভক্তগণে মৈত্রী অর্থাৎ বন্ধুতা করেন, বালিশ অর্থাৎ যাহারা ভগবানকে ভক্তি করিতে জানে না অথচ শ্রীভগবানকে এবং ভক্তজনকে দ্বেষ বা অবজ্ঞা করে না—এমন উদাসীন জনসমূহের প্রতি কৃপা করেন। অজ্ঞজনের প্রতি যে প্রচুরতর কৃপা হয়, তাহার প্রমাণ স্বরূপে ৭।২ অধ্যায়ের শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয়কৃত স্তোত্র হইতে দেখাইতেছেন—

শোচে ততো বিমুখচেতস ইন্দ্রিয়ার্থ-
মায়াসুখায় ভরমুদ্বহতো বিমূঢ়ান্॥

শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় শ্রীনৃসিংহদেবকে বলিলেন—হে নাথ! আমি, যাহারা তোমার কথাসুধা হইতে বিমুখচিত্ত অথচ মায়াময় ইন্দ্রিয় সুখ-লালসায় গুরুতর ভার বহন করিতেছে, সেইসকল বিমূঢ়গণের জন্য শোক করিতেছি। এই প্রমাণে যাহারা শ্রীভগবানকে ভক্তি করিতে জানে না, ভক্ত তাহাদের প্রতিও যে কৃপা করেন—তাহাই দেখান হইল। চতুর্থ লক্ষণ—(মধ্যম ভাগবতের) যাহারা আপনাকে দ্বেষ করেন, তাহাদিগকে উপেক্ষা অর্থাৎ তাহার কৃত দ্বেষে চিত্তের কোন ক্ষোভ উপস্থিত না হইয়া উদাসীনভাবই প্রকাশ পায়। বরঞ্চ সেইসকল দ্বেষকারীজনের প্রতি কৃপাংশ আছে বলিয়া অজ্ঞবুদ্ধিতে কৃপাই করিয়া থাকেন। সেই বিষয়ের দৃষ্টান্ত—যেমন নিজপ্রতি ঘোরতরদ্বেষী হিরণ্যকশিপুর প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয়ের করুণার কথা ৯।১০ অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন। যদি কখনও কেহ শ্রীভগবান বা ভগবদ্ভক্তগণে দ্বেষ করে, তাহা হইলে চিত্তের ক্ষোভ উপস্থিত হইলেও সেই দ্বেষকারীর প্রতি অভিনিবেশ থাকে না। এই মধ্যম ভাগবতের অজ্ঞজনের